**সিলেট বন বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্রঃ**

(Performance of the Sylhet Forest Division:)

* সাম্প্রতিক বছর সমূহের (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮ খ্রিঃ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ে) প্রধান অর্জন সমূহঃ

১. সিলেট বন বিভাগে বিভিন্ন ব্যাক্তি/চাবাগানের সাথে বিরোধপূর্ণ ১০০.০ হেক্টর জায়গা জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং জবরদখলকৃত বনভূমী ১০০.০ হেক্টর পুনরুদ্ধার করে বনায়ন করা হয়েছে । ইহাছাড়া মোট ৯০০.০ হেঃ দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী, ৬৫.০ হেক্টর বাঁশ বাগান, ২৫.০ হেক্টর পশুখাদ্যের জন্য ফল ফডার ও মিশ্র বাগান, ৪০.০ হেঃ মূর্তা বাগান, ৪০.০ হেঃ এএনআর (ANR), ৩০ কিঃমিঃ স্ট্রিপবাগান (নতুন) ও ২৫ কিঃমিঃ (২য় আবর্ত) স্ট্রিপবাগান সৃজন করা হয়েছে ।

২. সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে ১.৯৫৪৮৩ কোটি টাকার হিস্যা বিতরণ করা হয়েছে ।

৩. সামাজিক বনায়নের আওতায় ২.৯২৭ হাজার ঘন মিঃ কাঠ উৎপাদন ও ২.২০৬৪ টাকা রাজস্ব অর্জন হয়েছে ।

৪. সিলেট বন বিভাগের মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান এলাকায় ৭.৪৫৫ লক্ষ জন ভ্রমণকারী তাহাদের চিত্তমনোরঞ্জনের জন্য ভ্রমণ করেছেন ।

৫. ১৯ টি বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয়েছে ।

৬. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, টিলাগড় ইকোপার্ক ও রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকায় পর্যটকদের জন্য অবকাঠামোগত কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

৭. টিলাগড় ইকোপার্কে বন্যপ্রাণী সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন কর্মসূচীর আওতায় বেশকিছু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে । তাছাড়া এস,আর,সি ডাব্লিউ প্রকল্পের আওতায় সারী রেঞ্জের অধীন রাতারগুল ফরেস্ট এলাকায় একটি পার্ক অফিস ও একটি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে ।

* **সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহঃ**

১. বন ভূ্মির সীমানা নির্ধারণ, জবরদখল উচ্ছেদ ও বনভূমির রির্জাভেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ ।

২. ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ করণ ।

৩. নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতে চলমান বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনা করা ।

৪. সড়ক, মহাসড়ক, বাঁধ ও রেলের ধারের পতিত ভুমিতে স্থানীয় জনগণের অংশিদারিত্ত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে ভুমি মালিক সংস্থা সমূহ যেমনঃ জনপথ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ দূর করা । বিশেষ করে রেলের ধারের পতিত ভূমিতে সৃজিত সামাজিক বনায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ গাছ আহরণ ও পুনঃবনায়নে রেল কর্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করা ।

৫. বন ভূমির জবরদখল রোধ করা ও জবরদখলকৃত বন ভূমিতে বনায়নের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা ।

৬. সীমিত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট দ্বারা বনজ সম্পদ আঃসংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।

৭. জরুরী ভিত্তিতে দাপ্তরিক ও মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞিতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ প্রদান করা ।

৮. দাপ্তরিক ও মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট (কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, জীপগাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদির ব্যাবস্থা করা ।